যুগান্তর
তারিখ 16 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিবছরই আসন শূন্য থাকে

মুশতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংকট সত্ত্বেও প্রতি বছর শত শত আসন শূন্য পড়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বড় অংশের আবার দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত ভাল বিষয়ে ভর্তি হওয়া, ইয়ার লস, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হওয়া এবং ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাডার পলিটিক্সে যোগদানসহ নানাবিধ কারণে বিভিন্ন বিভাগে অনেক আসন শূন্য থাকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮টি বিভাগ-ইন্সটিটিউটের অনেকগুলোতেই শেষ পর্যন্ত ৩০ থেকে ৪০ ভাগ আসন শূন্য থাকছে। এর ফলে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ড্রপ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

ড্রপ : আউট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১টি বিভাগে ৪ হাজার ৫৪৭টি আসন রয়েছে। প্রতি বছর এর একটি আসনে ভর্তির জন্য গড়ে ২৫/৩০ জন রীতিমতো 'মেধার যুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়। নিয়মানুযায়ী এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে পরপর দু'বার অনার্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে পারে। এজন্য প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষায় ভাল না করলেও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভর্তি হয়ে পরের বছর অনেকে ভাল বিষয়ে চলে যায়। এর ফলে পূর্ববর্তী বিষয়ের ওই আসনটি শূন্য হয়ে যায়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৪ হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। এক বছর পর দ্বিতীয় বর্ষে এসে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজারের কম।

এক হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় ৯৫ ভাগই রাজধানীর বাইরের থেকে আগত। ঢাকায় যাদের নিজস্ব বাসা-বাড়ি নেই। ফলে তারা আবাসিক হলে সিট নেয়। কিন্তু হলগুলোতে হল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শুরু হয় বিপত্তি। হল নিয়ন্ত্রণকারী দখলদার বাহিনী তখন রাজনীতি, মিছিল-মিটিং করার শর্তে হলে ছাত্রদের সিট দেয়। ক্লাস করার পরিবর্তে নিয়মিত মিছিল-মিটিং, রাজনীতিতে ভিড়ে যাওয়া এমনকি টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিতে মত্তে যায় তারা। ফলে নিয়মিত ক্লাস না করার কারণে তারা ইয়ার লস দিতে বাধ্য হয়। অনেকে আবার পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে বহিষ্কৃত হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আরবি বিভাগে বিগত ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ১১৫ জন ভর্তি হয়। দ্বিতীয় বর্ষে এসে পাওয়া যায় ৯০ জন। তৃতীয় বর্ষে ওই সংখ্যা আরও নেমে দাঁড়ায় ৮০ জন। ২০০২-২০০৩ শিক্ষা এমএ ক্লাসে পাওয়া যায় মাত্র ৫২ জন। ইতিহাস বিভাগে একই বর্ষে ভর্তি হয় ১৪৩ জন। দ্বিতীয় বর্ষে পাওয়া যায় ১১৫ জন। দর্শন বিভাগে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ১৬৮ জন। ওই ব্যাচ বর্তমানে মাস্টার্সে রয়েছে। সেখানে মাত্র ৯০ জন ভর্তি হয়েছে। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয় ১২৮ জন, চতুর্থ বর্ষে পরীক্ষা দেয় ৮২ জন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২৫০ জন ভর্তি হয় প্রথম বর্ষে, চতুর্থ বর্ষে ছিল ২১৭ জন। সমাজবিজ্ঞানে ২৪১ জনের মধ্যে চতুর্থ বর্ষে পরীক্ষা দেয় ১৯৭ জন, লোক প্রশাসনে প্রথম বর্ষের ১৫৩ জনের মধ্যে ১৩৭ জন তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা দেয়। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতেও এ সমস্যা আরও প্রকট। পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম বর্ষে ১৬২ জন ভর্তি হয়।